গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি /নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	ঃ	১৯/০৪/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময়	ঃ	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' এর বিষয়ে গত ২৬/০২/২০১৫ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা; জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, প্রতিমন্ত্রী ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ; সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি আইন ,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সক্রিয় বিবেচনা ও সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে। গত ২৬/০২/২০১৫ তারিখের সভায় ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ আইনটি মহান জাতীয় সংসদে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।	সহকারী সচিব (সমন্বয়-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.	তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন , আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	পার্বত্য এলাকায় মানসম্মত আবাসিক স্কুল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উন্নয়ন সহযোগী (Development Partners)দের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া, তিন পার্বত্য জেলায় কতগুলো জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, প্রাইমারী স্কুলে পড়ারযোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত, কতগুলো নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন-সে সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। কোন কোন স্থানে নতুন করে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন সে স্থানের নামসহ তথ্য প্রেরণের নিমিত্ত ৩০/০৩/২০১৫ এবং ০২/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে জানানো হয়েছে যে, উক্ত জেলায় ৭২টি জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, ৯৭,২৮০ জন প্রাইমারী স্কুলে পড়ার যোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রয়েছে এবং ৫১টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা থেকে জানানো হয়েছে যে, (ক) জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৭৯ (উনআশি) টি (খ) প্রাইমারী	

		স্কুলে পড়ারযোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-১,০২,৯৭৬ জন (গ) নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন ২৭ (সাতাশ) টি। ইউএনডিপি কর্তৃক পূর্বে পরিচালিত ২২৮টি স্কুলের জাতীয়করণের জন্য গুচ্ছাকারে কয়েকটি স্কুলকে একটি স্কুলে রুপান্তরিত করে সংখ্যা কমিয়ে এনে জাতীয়করণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ক) ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি স্কুল ব্যতীত জাতীয়করণযোগ্য কতটি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল আছে সে তথ্য প্রেরণের জন্যও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী ২২৮টি স্কুলকে গুচ্ছাকারে কয়েকটি স্কুলকে একটি স্কুলে রূপান্তরিত করে সংখ্যা কমিয়ে এনে জাতীয়করণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় **এবং** মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। খ) উপসচিব (উন্নয়ন) ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে।	এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন তা নিরূপন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ পত্র দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন তা নিরূপন করে তার তালিকা ১৫-০৩-১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জনদের পত্র দেয়া হয়েছে। গত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে কতগুলো কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে তার তালিকা প্রেরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এ পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। এছাড়া, জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প -২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৫)' পরিচালিত হয়ে আসছে। খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা(FAO) বান্দরবানের থানচি উপজেলায় ও রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নে 'Increased food and nutrition Security in remote areas of CHT through resilience building Measures' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফলজ চারা,সার,মুরগী ইত্যাদি উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি সম্পর্কিত, ফল উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। কফি, স্ট্রবেরী, রাবার চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে	উপসচিব(সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উপসচিব (উন্নয়ন)/ সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় **এবং** মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

		২০/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৪.	পার্বত্য অঞ্চলে পপি, তামাক চাষের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে ভূট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী যেমন রাবার চাষ উন্নয়ন, মিশ্র ফল, ষ্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় 'উঁচু ভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন (২০১১-১৫)' প্রকল্পের মাধ্যমে রাবার চাষ করা হচ্ছে। তামাক চাষীদের নিরুৎসাহিত করে তামাক চাষের বিকল্প হিসেবে ইক্ষু ও তুলা চাষের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ইক্ষুচাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্প (২য় পর্যায়)'টি বাস্তবায়ন করছে এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা উন্নয়ন প্রকল্প' (জুলাই/১৩-জুন/২০১৮) চলমান রয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটি 'ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় প্রকল্পটি দ্রুত উপস্থাপনের লক্ষ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব (উন্নয়ন)/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৫.	প্রাকৃতি সৌন্দর্য্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটিতে সম্পূর্ণ আবাসিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের ক্লাস শুরু হয়েছে। রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি যেহেতু রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কাপ্তাই লেকের পাশে ঝগড়াবিল মৌজায় ১০০ একর এবং বালুখালি মৌজায় জমি দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি ভবন এবং রানী দয়াময়ী স্কুলের কয়েকটি কক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে এবং পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ত্বরান্বিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ১৫-০১-২০১৫ তারিখে অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৬.	তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে।	পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। কতটি প্রাইমারী স্কুলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং কতটি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে এ বিষয়ে একটি সার্বিক তথ্য প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, উক্ত জেলায় মোট ৯৮টি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি থেকে পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, উক্ত জেলায় মোট সরকারীপ্রাইমারী স্কুল ০৫(পাচ)টি এবং বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল-১০টি। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে কতটি সরকারী ও কতটি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের নামসহ সার্বিক তথ্য প্রদানের জন্য গত ৩০/০৩/২০১৫ এবং ০২/০৪/২০১৫ তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ দ্রুত করতে হবে। পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Wayতে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।	ক) ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরিত ''পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স''-এর ১.৯৬ একর জমি নিয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩৫০১/২০১৪ নম্বর রীট মামলাটিতে প্রদত্ত স্থিতিঅবস্থা বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক রহিত করা হয়েছে। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩৫০১/২০১৪ নম্বর রীট মামলাটিতে প্রদত্ত স্থিতি অবস্থা বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক রহিত করা হয়েছে উল্লেখ করে একটি সাইনবোর্ড ''পার্বত্য চট্রগ্রাম কমপ্লেক্স''-এ লাগানোরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। খ) ''পার্বত্য চট্রগ্রাম কমপ্লেক্স''-এর ১.৯৬ একর জমির উপর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ণের জন্য প্রধান স্থপতি ,স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধপত্র এবং তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু ,স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে আশানুরুপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) দ্রুত স্থাপত্য নকশা প্রণয়ণের জন্য পুনরায় তাগিদপত্র প্রদান করবেন এবং ,স্থাপত্য অধিদপ্তর-এর সাথে সভা আহ্বান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) প্রধান স্থপতি ,স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপত্য নকশা প্রণয়ণের পর অর্থ বিভাগে বাজেট চাওয়ার নিমিত্ত একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করা হলো। ঘ) পণ্য পরিবহনের জন্য কাপ্তাই লেকে High Speed Water Vessel/Water Bus এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না এ বিষয়ে তিন জেলা পরিষদে গত ২৫/০১/২০১৫ এবং ২৪/০২/১৫ খ্রী: তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রদান করে মতামত চাওয়া হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, সাংগু নদীতে শুষ্ক মৌসুমে High Speed Water Vessel/Water Bus চালু করা সম্ভব হবে না। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, খাগড়াছড়ি জেলায় Water Vessel/Water Bus চালু করণার্থে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ-এর নিকট যাচিত মতামত চেয়ে গত ৩০/০৩/২০১৫ এবং ০২/০৪/২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (আইন), পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। খ) উপসচিব (প্রশাসন)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ) সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা শাখা),পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘ)সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৮.	তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বনায়ন করতে হবে	তিন পার্বত্য জেলার প্রত্যেক মৌজায় সামাজিক বনায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে গত ১৫-০১-২০১৫ তারিখে অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান বন সংরক্ষককে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পার্বত্য জেলায় মৌজা বন তথা Village Common Forest (VCF) কতটি রয়েছে এ বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইউএসএইড-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউএসএইড ৫৫ টি Village Common Forest (VCF) চিহ্নিত করেছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, খাগড়াছড়ি জেলায় প্রায় (পঞ্চাশ) টি মৌজা বন তথা কতটি রয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। পার্বত্য জেলায় মৌজা বন তথা Village Common Forest (VCF) কতটি রয়েছে এ বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে তাগিদপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(সমন্বয়-২)/ সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৯.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী চাষ যেমন- পাহাড়ী ছাগল পালন ইত্যাদি প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে।	পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলে সমন্বিত পাহাড়ী খামার প্রকল্প-২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় মহিলাদের আত্ম -কর্মসংস্থান ও জীবন যাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারীদের গরুপালন প্রকল্প (২০১৫-২০১৮)' হাতে নেয়া হয়েছে এবং পাহাড় এলাকায় ব্যাপকভাবে উন্নত বাঁশ ও বেত চাষ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়নে বাস্তবায়নের জন্য 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনগণের আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ ও বেত উৎপাদন প্রকল্প (২০১৫-২০১৮)' গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, বাঁশ চাষ এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সকল পার্বত্য জেলা পরিষদে গত ২০/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের বিকাশে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' নামক এনজিও পার্বত্য অঞ্চলে ছোট আকারে কোল্ডষ্টোরেজ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া, F.A.O এবং DANIDA এর পার্বত্য জেলায় কোল্ডষ্টোরেজ স্থাপনের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। পার্বত্য জেলার পাহাড়ে মাছ চাষের জন্য মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' নামক এনজিও তিন পার্বত্য জেলায় কতগুলো এবং কত সময়ের মধ্যে কোল্ডষ্টোরেজ স্থাপন করবে এ বিষয়ে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ যথাসময়ে গ্রহণের নিমিত্ত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(সমন্বয়-২)/সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১০.	পার্বত্য চট্টগ্রামে চা বাগান করার উদ্যোগ নিতে হবে। চা এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চা চাষের উপর	ক্রমবর্ধমান চা-এর চাহিদার কারণে ক্ষুদ্র আকারে চা বাগান প্রকল্প গ্রহণের জন্য খাস জমি অনুসন্ধান এবং তথায় চা বাগান করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য গত ২৫/০১/২০১৫ তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়। কমবেশি ১০ একর জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর	সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) /সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১),

	গুরুত্বারোপ করা উচিত।	কারিগরি সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ তিনটি চা বাগান করার জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/খাগড়া ছড়ি পার্বত্য জেলা।

বিবিধঃ বিগত ০২,০৩ ডিসেম্বর ,২০১৪ খ্রীঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক, (প্রশাসন)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য অনুসরণীয় কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ফোকাল পয়েন্ট, প্রতিকল্প ফোকালপয়েন্টসহ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যদি থাকে) সভায় উপস্থিত থাকবেন।	নির্ধারিত ফোকাল পয়েন্টের বদলীজনিত কারণে নতুন ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন প্রদান করতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্ট/প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্টগণ আগামীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় নির্ধারিত তারিখে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব(সমন্বয়-২)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১২.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ স্ব-স্ব অংশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত মনিটর করবে এবং প্রতি মাসে এ সংক্রান্ত একটি সভা করে এর কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভা অনুষ্ঠানের এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৩.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রকৃত বাস্তব অবস্থার আলোকে প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা অনলাইন মনিটরিং ড্যাশ বোর্ড আপডেট করবে এবং আপডেটিং এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টের উপর অর্পিত হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা অনলাইন মনিটরিং ড্যাশবোর্ড-এ আপডেট করার জন্য উপসচিব (সমন্বয়-২)কে মনোনয়ন প্রদান করে অনলাইন মনিটরিং ড্যাশ বোর্ড আপডেটিং এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে উপ-সচিব (পরিষদ-২)কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছিল। প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত উপ-সচিব (পরিষদ-২) বর্তমানে যুগ্মসচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। তাই, প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট-এর আদেশটি সংশোধন হওয়া আবশ্যক। উপসচিব (পরিষদ-২) পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (বর্তমানে যুগ্মসচিব,পরিষদ-২) এবং জনাব আলী আকবর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক	যুগ্মসচিব(পরিষদ-২) /উপসচিব(সমন্বয়-২)/উপসচিব(প্রশাসন)/সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-১)/জনাব আলী আকবর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ আইসিটি স্পেশালিস্ট এ এ মং।

		মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করেছেন। গত ০১-০৪-১৫ তারিখ এবং ০৬-০৪-১৫ তারিখ অনলাইন ড্যাশবোর্ডে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি আপডেট করা হয়েছে।এ ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট-এর আদেশটি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
১৪.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ফোকাল পয়েন্টগণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের পূর্বেও যদি এ বিষয়ে কারো কারিগরি পরামর্শ প্রয়োজন হয় তাকে তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য জনাব আলমগীর কবির, সহকারী প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,ঢাকা এর মোবাইল ০১৯১৩২৫৯৩৮৭, ই-মেইল (aprog@pmo.gov.bd) সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	ফোকাল পয়েন্ট-এর বদলী হলে নতুন ফোকাল পয়েন্ট /প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্টগণের মনোনয়ন প্রদানের পর তাঁদেরকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব (প্রশাসন)/ সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-১),পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৫.	অনলাইন আপডেটিং অবশ্যই ইউনিকোডে বাংলায়(নিকশ ফন্টে) করতে হবে। প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের হার্ডকপি এ কার্যালয়ে প্রেরণের পূর্বে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক আবশ্যিকভাবে অনলাইনে আপডেট করতে হবে। অনলাইন তথ্য এবং প্রেরিত হার্ডকপির সাথে কোন গড়মিল থাকলে হার্ড কপি গ্রহণ করা হবে না এবং ধরে নেয়া হবে যে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	অনলাইন আপডেটিং এবং দাপ্তরিক সকল কাজ ইউনিকোডে বাংলায়(নিকশ ফন্টে) টাইপ করার সুবিধার্থে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীকে একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দাপ্তরিক সকল কাজ ইউনিকোডে বাংলায় করা হচ্ছে । এ ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি।
১৬.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ একজন করে ফোকাল পয়েন্ট (যুগ্ম সচিবের নীচে নয়) এবং একজন প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট (উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদ মর্যাদার) নির্বাচন করতঃ তাদের নাম, পদবী, সেল নম্বর, টেলিফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানাসহ	ফোকাল পয়েন্ট বদলী/পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নতুন ফোকাল পয়েন্ট এবং প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন করতে হবে এবং ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়নের তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব (প্রশাসন)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১),পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ফোকাল পয়েন্ট পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন করতে হবে এবং এর তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানতে হবে।			

সভায় আর কোন অলোচ্যসূচি না থাকায় পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/২২/০৪/১৫
নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব

স্মারক নং- ২৯.০০.০০০০.২২৪.০০.০৫৫.১৪-৩১৯ তারিখঃ ২৩/০৪/২০১৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো এবং স্ব স্ব অংশের **বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিনা ব্যর্থতায়** প্রতি মাসের ০৫ (পাঁচ)**তারিখের মধ্যে** এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(**সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য**)।
৫। সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। জনসংযোগ কর্মকর্তা , পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। জনাব এ এ মং, আইসিটি স্পেশালিস্ট (সংযুক্ত), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। অতিরিক্ত সচিব-এর ব্যক্তিগত কর্মকতা ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (**অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য**)।
৯। যুগ্মসচিব মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(**যুগ্মসচিব মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য**)।
১০। জনাব আলী আকবর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। অফিস কপি।

২৩/৪/১৫
(লিপিকা ভদ্র)
উপসচিব (সমন্বয়-২)
ফোনঃ ৯৫৪০১৩৫
ই-মেইল :lipika1967@gmail.com